রেজিস্টার্ড নং ডি এ-১

# বাংলাদেশ গেজেট

**অতিরিক্ত সংখ্যা**

**কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত**

**সোমবার, জানুয়ারি ১৬, ২০১৭**

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

**স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়**

**প্রজ্ঞাপন**

তারিখ, ২৯ পৌষ ১৪২৩ বঙ্গাব্দ/১২ জানুয়ারি ২০১৭ খ্রিঃ।

**এস.আর.ও. নং ০৪-আইন/২০১৭।**—মানব পাচার প্রতিরোধ ও দমন আইন, ২০১২ (২০১২ সনের ৩ নং আইন) এর ধারা **৪৬,** ধারা **৪২** এর সহিত পঠিতব্য, এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে সরকার নিম্নরূপ বিধিমালা প্রণয়ন করিল, যথা:—

১। **শিরোনাম।**—এই বিধিমালা মানব পাচার প্রতিরোধ তহবিল বিধিমালা, ২০১৭ নামে অভিহিত হইবে।

২। **সংজ্ঞা।**—(১) বিষয় বা প্রসঙ্গের পরিপন্থী কোন কিছু না থাকিলে, এই বিধিমালায়—

(ক) **"আইন"** অর্থ মানব পাচার প্রতিরোধ ও দমন আইন, ২০১২ (২০১২ সনের ৩ নং আইন);

(খ) **"তহবিল"** অর্থ বিধি ৩ এর অধীন গঠিত মানব পাচার প্রতিরোধ তহবিল;

(গ) **"সংস্থা"** অর্থ আইনের ধারা ৪৩ এর উদ্দেশ্য পূরণকল্পে গঠিত জাতীয় মানব পাচার দমন সংস্থা।

(২) এই বিধিমালায় যে সকল শব্দ বা অভিব্যক্তির সংজ্ঞা প্রদান করা হয় নাই, সে সকল শব্দ বা অভিব্যক্তি আইনে যে অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে সে অর্থে প্রযোজ্য হইবে।

৩। **মানব পাচার প্রতিরোধ তহবিল গঠন।**—মানব পাচার প্রতিরোধ ও দমনসহ আইনের অন্যান্য উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের লক্ষ্যে আইনের ধারা ৪২ এর উপ-ধারা (২) এ বর্ণিত উৎসসমূহ হইতে প্রাপ্ত অর্থ সমন্বয়ে 'মানব পাচার প্রতিরোধ তহবিল' নামে একটি তহবিল গঠিত হইবে।



**মূল্য ঃ** টাকা ৪.০০

**৪। তহবিল পরিচালনা ও ব্যবস্থাপনা।**—তহবিলের পরিচালনা ও ব্যবস্থাপনা জাতীয় মানব পাচার দমন সংস্থার উপর ন্যস্ত থাকিবে।

**৫। সংস্থার ব্যয় নির্বাহ, ইত্যাদি।**—আইন ও এই বিধিমালার উদ্দেশ্য পূরণকল্পে সংস্থার সকল প্রয়োজনীয় ও আনুষংগিক ব্যয় তহবিল হইতে নির্বাহ করা যাইবে।

(২) সংস্থার ব্যয় নির্বাহের ক্ষেত্রে সরকারের অর্থ ব্যয় সংক্রান্ত, সময়ে সময়ে, জারীকৃত এতদ্‌সংশ্লিষ্ট নিয়মাবলী বা নিয়ম-নীতি, যেই ক্ষেত্রে যাহা প্রযোজ্য, অনুসরণ করিতে হইবে।

(৩) সংস্থা উহার ব্যয় সংক্রান্ত তথ্যাবলী সম্বলিত একটি রেজিস্টার সংরক্ষণ করিবে।

**৬। কেন্দ্রীয় মনিটরিং সেল এর ব্যয় নির্বাহ।**—আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে ও সংস্থার কাজ সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনের লক্ষ্যে কেন্দ্রীয় মনিটরিং সেল এর ব্যয় তহবিল হইতে নির্বাহ করা হইবে।

**ব্যাখ্যাঃ** 'কেন্দ্রীয় মনিটরিং সেল' অর্থ আইনের ধারা ১৯ এর উপ-ধারা (৬) এর অধীন গঠিত 'কেন্দ্রীয় মনিটরিং সেল'।

**৭। তহবিলের ব্যাংক হিসাব।**—সংস্থা, তহবিলের নামে যে কোন তফসিলি ব্যাংকে একটি হিসাব খুলিবে, এবং উক্ত হিসাবের লেনদেন সংস্থার চেয়ারম্যান ও সংস্থা কর্তৃক মনোনীত একজন সদস্যের যৌথ স্বাক্ষরে পরিচালিত হইবে।

**ব্যাখ্যা।**—এই বিধিমালায় "তফসিলি ব্যাংক" অর্থ Bangladesh Bank Order, 1972 (P.O. No. 127 of 1972) এর Article 2(j) তে সংজ্ঞায়িত 'Scheduled Bank'।

**৮। বাজেট, হিসাব ও নিরীক্ষা।**—(১) সংস্থা, প্রতি বৎসর তহবিল হইতে কী পরিমাণ অর্থ ব্যয় করা হইবে তাহার একটি প্রাক্কলন তৈরী করিবে, এবং এই উদ্দেশ্যে সরকারের নিকট হইতে কী পরিমাণ আর্থিক মঞ্জুরির প্রয়োজন হইবে তাহা নির্ধারণ করিয়া সরকারের নিকট পেশ করিবে।

(২) সংস্থা যথাযথভাবে তহবিলের হিসাব রক্ষণ এবং হিসাবের বার্ষিক বিবরণী প্রস্তুত করিবে।

(৩) বাংলাদেশের মহা-হিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক, প্রতি বৎসর সংস্থার হিসাব নিরীক্ষা করিবেন এবং নিরীক্ষা প্রতিবেদনের একটি করিয়া অনুলিপি সরকার ও সংস্থার নিকট প্রেরণ করিবেন।

**৯। তহবিল হইতে আর্থিক সহায়তা প্রদান, ইত্যাদি।**—বিধি ৫ এর বিধানাবলীকে ক্ষুণ্ন না করিয়া, আইনের পঞ্চম অধ্যায় বিশেষ করিয়া ধারা ৩৩ ও ৪০ এর উদ্দেশ্য পূরণকল্পে সরকার, সংস্থার মাধ্যমে, তহবিলের অর্থ উত্তোলন করত: মানব পাচারের শিকার ব্যক্তি বা ভিকটিমসহ সংশ্লিষ্টদের আর্থিক সহায়তা প্রদান করিতে পারিবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

**মনোয়ারা ইশরাত**
উপসচিব।

মোঃ আব্দুল মালেক, উপপরিচালক, বাংলাদেশ সরকারী মুদ্রণালয়, তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত।
মোঃ আলমগীর হোসেন, উপপরিচালক, বাংলাদেশ ফরম ও প্রকাশনা অফিস,
তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত। web site : www.bgpress.gov.bd